দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 16 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলায় উচ্চ শিক্ষা এখনও অনিশ্চিত

আ মরি বাংলা ভাষা

হাসান হাফিজ ॥ মাতৃভাষা বাংলায় উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ এখনও সোনার হরিণ। এই আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন অনিশ্চয়তার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। বাংলায় বিদ্যার্থীদের পড়াশোনার ব্যবস্থা ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। জাতির মননের প্রতীক বাংলা একাডেমীর পাঠ্যপুস্তক বিভাগে সরকারী অনুদান দেয়া এখন বন্ধ। চলতি অর্থবছরেই এ খাতে অর্থ বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি কিন্তু অর্থমন্ত্রণালয়ে বরফ আজও গলেনি, অর্থা

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

বাংলায় উচ্চ শিক্ষা

(প্রথম পাতার পর)

অনুমোদন মেলেনি। টেকস্ট বইয়ের বাংলা অনুবাদ করা শ'খানেক পাণ্ডুলিপি বাংলা একাডেমীতে বছর দুয়েক হলো পড়ে আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীরা মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষা নিতে চাইলেও নানা অন্তরায় তাদের সে আকাঙ্ক্ষা বিঘ্নিত করছে। পাঠ্যপুস্তক বাংলায় নেই, যেগুলোই বা আছে অনুবাদ করার মতো শিক্ষক, পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞের অভাব দেশে নেই। কিন্তু তাদের বেশিরভাগেরই একধরনের অনুগ্রহ এই সঙ্কটকে তীব্রতর করেছে। যারা আগ্রহী তাদের পাণ্ডুলিপি বিলম্বে বের হওয়া এবং পারিশ্রমিকের পরিমাণ কম বলে অনাগ্রহ বাড়ছে। সূত্র জানায়, বাংলা একাডেমী অল্পদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এক কর্মশালার আয়োজন করেছিল। লক্ষ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বাংলা পাঠ্যবই প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করা। সেই কর্মশালার পর একাডেমী মাত্র তিনখানা পাণ্ডুলিপি পায়। এর মধ্যে দু'টি ছিল নিম্নমানের, একটি শেষ পর্যন্ত কোনমতে বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রয়োজনীয় বাংলা বই পাচ্ছেন না বলে নিজেদের উদ্যোগেই ইংরেজী থেকে অনুবাদ করে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ফটোকপি আদান-প্রদান করে কাজ চালাচ্ছেন। প্রবীণ শিক্ষকরা বলছেন, এতে তাঁরা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারছেন না। বাংলা বই এমনও আছে যেগুলোর চেয়ে মূল ইংরেজীতে পড়া অনেক ভাল। এই তিক্ততা ও অস্বস্তিকর বিপর্যয় থেকে কবে যে তাঁরা রক্ষা পাবেন, সেটা কারও জানা নেই। এ ব্যাপারে সরকারেরও মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না।

বাংলা একাডেমী সরকারের কাছ থেকে গত ২৩ বছরে ২৩ কোটি টাকা পেয়েছিল। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় চার দফা এই প্রকল্প চলেছে, শেষ হওয়ার পর বর্ধিত দু'বছরও পার হয়ে গেছে। এক বছর আগে এই খাতে অর্থ বরাদ্দ চেয়েও এ পর্যন্ত কোন ফলোদয় হয়নি। সূত্র জানায়, সরকার এই খাতের টাকা প্রকল্পের পরিবর্তে রাজস্ব খাতে বরাদ্দ দেবে বলে প্রতিশ্রুত। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি এ পর্যন্ত, অর্থবছর প্রায় শেষ হয়ে এলো যদিও। গত ২৩ বছরে পাঠ্যপুস্তক বের হয়েছে ১৩ শ'রও বেশি টাইটেলের। পাঠ্য সহায়ক গ্রন্থও এই সময়পরিধিতে যা প্রকাশিত হয়েছে, তার সংখ্যাও ১৩ শ'র কাছাকাছি। কোন বইয়ের মুদ্রণ ফুরিয়ে গেলে তা পুনর্মুদ্রণের জন্য সরকার কোন টাকা দেয় না। ফলে শিক্ষার্থীদের সমস্যা থেকেই যাচ্ছে।

সমস্যার কথা জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, অর্থসঙ্কটই প্রধান। পরিভাষা, বানান বিভ্রাট আছে, বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক অনুবাদে আগ্রহী শিক্ষাবিদের অভাব আছে। একাডেমী ৪৮টি পরিভাষা কোষ প্রকাশ করেছিল। বর্তমানে ১০/১২টি পাওয়া যায়। বাকিগুলো হালনাগাদ (আপডেট) করার প্রক্রিয়াধীন।

প্রবীণ শিক্ষাবিদ, দীর্ঘ ৪০ বছরের শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ উদ্ভিদবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. ম. আখতারুজ্জামান উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ছয়টি টেকস্ট বই অনুবাদ করেছেন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের। তিনি জনকণ্ঠকে বলেন, বাংলা একাডেমী মোটেও তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। সূচনাই তেমন হয়নি বলতে গেলে। আমার নিজের অনুবাদ করা পরিসংখ্যানের একটি ছোট বই একাডেমীতে পড়ে আছে বছর দুয়েক হলো। খবর নিলে ওরা জানায়, টাকা নেই স্যার। তারা বই শেষ হয়ে গেলে রিপ্রিন্ট করে না। বিজ্ঞানের দিকটি একাডেমীতে উপেক্ষিত। তবে এটা ঠিক যে, বাংলা একাডেমীতে বেশ কিছু কর্মী রয়েছেন, যাঁরা আন্তরিক ও যোগ্য। মূলত অর্থাভাবেই তাঁরা জরুরী এ কাজটি এগিয়ে নিতে পারছেন না ঈপ্সিত গতিতে।

তিনি আরও বলেন, ঢাকাসহ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও দায়িত্ব রয়েছে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু তারাও অর্থাভাবে এটা করতে পারেনি, পারছে না। অবশ্য বাংলা একাডেমীর ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতি ভাল। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সম্পাদনার কোন ব্যবস্থা নেই। বাংলায় উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক নিশ্চিত করার কাজটি সরকারকেই এককভাবে করতে হবে, বেসরকারী খাতের কেউ এ কাজ করবে না। একটি উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, চার্লস ডারউইনের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'অরিজিন অব স্পেসিস' (প্রথম প্রকাশ ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ) আমি বাংলায় অনুবাদ করি, সেটা বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে। প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গেলে একাডেমী পুনর্মুদ্রণ না করায় প্রাইভেট একটি সংস্থা তা বের করে। কিন্তু সেটার মান আশানুরূপ হয়নি, তারা বইটির প্রচারও করেনি। অর্থ যে কী পরিমাণ দরকার হয় সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার অনুবাদে স্টিভ জোনস নামের এক লেখকের বই 'জিনের ভাষা' বাংলায় বের করেছে। ইংল্যান্ড থেকে মূল প্রকাশকের অনুমতি আনার জন্য ব্যয় হয়েছে পাঁচ শ' ডলার। তাও ওরা বলেছে এই অর্থ নাকি প্রতীকীভাবে নেয়া হলো। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের যোগান তো বেসরকারী সংস্থা দিতে পারবে না। সরকারী অর্থে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক বেরুলে ছাত্রছাত্রীরা তা সস্তায় কিনতে পারে। তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, ফালতু খাতে সরকারের কত বিপুল পরিমাণের অর্থ অপচয় ঘটে। কিন্তু মাতৃভাষার উন্নয়নে, বিকাশ এবং উচ্চশিক্ষা সহজতর, অর্থবহ করে তোলার ব্যাপারে তাদের এই অদূরদর্শী কঞ্জুসপনা খুবই দুঃখজনক ও মর্মান্তিক!